গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপপরিচালকের দপ্তর
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
www.fireservice.chittagongdiv.gov.bd

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব দিনমনি শর্মা, বিএফএম, উপপরিচালক
সভার তারিখ	:	১৮/১২/২০২৩ খ্রি.
সময়	:	১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	বিভাগীয় সম্মেলন কক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।

সভায় উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত ব্যক্তি/কর্মকর্তা/প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ:

১. জনাব খন্দকার বেলায়েত হোসেন, নির্বাহী পরিচালক, এশিয়ান গ্রুপ বলেন- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরণের মতবিনিময় সভা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান। কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ফায়ার সেফটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং এটি সকলকে মেনে চলা উচিৎ। ফায়ার সেফটি প্লান অনুমোদনের প্রক্রিয়া আরো সহজীকরণ করা প্রয়োজন।
এ প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন,টেকসই উন্নয়নে সেফটির কোনো বিকল্প নেই। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) ফায়ার সেফটি প্লান অনুমোদনের প্রক্রিয়া সহজীকরণ করার লক্ষ্যে বর্তমানে অনলাইনে সেবা প্রদানহচ্ছে। ভবিষ্যতে এই প্রক্রিয়াকে আরো সহজ করার জন্য এফএসসিডি কাজ করছে।

২. জনাব মো: ইফতেখার উল্লাহ মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম ওয়াসাবলেন-চট্টগ্রাম মহানগরে অলি-গলির রাস্তা ও ইউটিলিটি সার্ভিসসমূহ যেমন পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ইত্যাদির লাইন সম্প্রসারণ ও টেকসই করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটি ভবনে পানি রিজার্ভার রাখাবাধ্যতামূলক করা দরকার। এছাড়াও এলাকায় বিদ্যমান জলাধার ও পুকুর ভরাট করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।
এ প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন, চট্টগ্রাম মহানগরে রাস্তার প্রস্থতা সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান (যেমন- বিএনবিসি) অনুসরণ করতে হবে এখানে উল্লেখ করা আছে অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহৃত গাড়ি যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনে রাস্তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ মোতাবেক বহুতল ও বাণিজিক ভবনের জন্য এফএসসিডি হতে ফায়ার সেফটি প্লান নিতে হবে এবং অনুমোদিত সেফটি প্লান মোতাবেক বাস্তবায়ন করতে হবে। এ বিষয়ে ইমারত প্লান অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ যেমন সিডিএ, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন হাইড্রেন্টসমূহ এফএসসিডি এর ব্যবহার উপযোগী করতে হবে।

৩. জনাব ডা: মো: নওশাদ খান, এমওসিএস, সিভিল সার্জন কার্যালয়, চট্টগ্রাম বলেন- অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহত সকল শহীদ ফায়ারফাইটারদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অগ্নিনির্বাপণের সময় উৎসুক জনতা ফায়ার সার্ভিসের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তাই উৎসুক জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। অগ্নিকান্ডের অন্যতম কারণ হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট। এর জন্য দায়ী হচ্ছে মানহীন বৈদ্যুতিক তার ও সরঞ্জামের ব্যবহার।
এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন- অগ্নিকান্ড মোকাবেলার জন্য জনসাধারণের সচেতনতার বিকল্প নেই।সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এফএসসিডি বিভিন্ন কার্যক্রম (যেমন মহড়া, প্রশিক্ষণ, পরিদর্শন, টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ) চলমান আছে।

৪. জনাব নুরুল আবছার চৌধুরী, যুগ্ম সচিব, চেম্বার অব কমার্স, চট্টগ্রাম বলেন-এ ধরণের সভা আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অগ্নিকান্ড ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেনতামূলক প্রোগ্রাম/কর্মশালা/মিডিয়ায় লাইফ প্রোগ্রাম করার জন্য ফায়ার সার্ভিসকে অনুরোধ জনান।
এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। ভবিষ্যতে এ কার্যক্রমকে আরো গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫. জনাবসানজিদা আক্তার, প্রোগাম ম্যানেজার, ইপসা, এনজিও প্রতিনিধি বলেন- ভলেন্টিয়ার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এফএসসিডি, ঢাকা হতে পরিচালনা করা হয় বিধায় দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এসব প্রোগ্রাম স্থানীয়ভাবে আয়োজন করলে আরো দ্রুত সেবা পাওয়া যাবে। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকের ইভাকুয়েশন প্লান আছে কিনা? থাকলে তা নিয়মিত অনুশীলন করা হয় কিনা তদারকি করা প্রয়োজন। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইভাকুয়েশন প্লান প্রণয়ন করে নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার।
এ প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, দেশের সকল ভলেন্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ এর স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখার জন্য এফএসসিডি অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া আরো সহজিকরণ এবং ভলেন্টিয়ারদের ডাটাবেইজ রেকর্ড ও দুর্ঘটনা সংবাদ প্রেরণের জন্য অনলাইন ভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুতের জন্য অধিদপ্তরের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইভাকুয়েশন প্লান প্রণয়ন করে নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার।

৬. জনাব সজীব হোসেন, সহকারী ব্যবস্থাপক, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কো. লি (কেজিডিসিএল) বলেন-মানহীন গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের ফলে বিস্ফোরণের মত দুর্ঘটনা ঘটে। এ দুর্ঘটনা রোধে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কেজিডিসিএলও ফায়ার সার্ভিস যৌথ মহড়া আয়োজনের প্রস্তাব করেন।
এ প্রসঙ্গে সভাপতি সভাকে অবহিত করেন যে, কেজিডিসিএলও ফায়ার সার্ভিস যৌথ মহড়া আয়োজনের প্রস্তাবের জন্য কেজিডিসিএল প্রতিনিধিকে ধন্যবাদ জানান। জনসাধারণ সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মহড়া ও প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। কেজিডিসিএল এর সাথে সমন্বয় করে যৌথ মহড়া আয়োজন করা হবে।

৭. জনাব মোহাম্মদ আনিসুল ইসলাম, ম্যানেজার, প্রমেক ডেভেলপার প্রতিনিধি বলেন- ফায়ার সেফটি প্লান অনুমোদনের পর সিডিএ এর প্লান অনুমোদন করা হলে অনেক সমস্যা সমাধান হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিডিএ এর বহতল ভবন সংজ্ঞায় ভিন্নতা আছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্টদের নিয়ে টেকনিক্যাল সভা করা যেতে পারে।
এ বিষয়ে সভাপতি জানান, ফায়ার সেফটি প্লান এফএসসিডি অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লিখিত সমস্যাসমূহ নিরসনের জন্য অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হবে।

৮. জনাব আ.ন.ম তামজীদ, যুব প্রধান, চট্টগ্রাম সিটি যুব রেড ক্রিসেন্ট বলেন- দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণে রেড ক্রিসেন্ট সেচ্ছাসেবকদেরকে যুক্ত করা অনুরোধ জানান। যে কোন দুর্যোগ দুর্ঘনায় স্বেচ্ছাসেবকগণ

স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেন। দুর্ঘনার সংবাদ রেড ক্রিসেন্ট সেচ্ছাসেবকদের প্রদান করলে রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবকরাও অংশগ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ প্রসঙ্গে সহকারী পরিচালক, এফএসসিডি, বান্দরবান স্বেচ্ছাসেবকদের ধ্যন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বড় ধরণের দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হলে আপনাদের ফোকাল ফয়েন্টকে অবহিত করা হয়, ভবিষ্যতেও করা হবে।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১.	জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন-মহড়া, প্রশিক্ষণ, টপোগ্রাফি ও গণসংযোগ ইত্যাদিতে জনপ্রতিনিধি/স্থানীয় প্রশাসন/গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করতে হবে।	সিনিয়র স্টেশন অফিসার/স্টেশন অফিসার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন চট্টগ্রাম বিভাগ (সকল)
২.	সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকসমূহে ইভাকুয়েশন প্লান মোতাবেক ড্রিল অনুশীলন করতে হবে।	সিনিয়র স্টেশন অফিসার/স্টেশন অফিসার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন চট্টগ্রাম বিভাগ (সকল)
৩.	অগ্নিকান্ডসহ বড় ধরণের দুর্ঘটনা মোকাবেলায় সাহায্যকারী হিসেবে কমিউনিটি সেচ্ছাসেবক, রেড ক্রিসেন্ট সেচ্ছাসেবক, স্কাউট এর ফোকাল পয়েন্টকে দুর্ঘনার সংবাদ প্রেরণ করতে হবে।	সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান ও মবিলাইজিং অফিসার, বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, চট্টগ্রাম
৪.	ফায়ার সেফটি প্লান অনুমোদনের পর সিডিএ এর প্লান অনুমোদন করার জন্য সিডিএ-কে পত্র প্রেরণ করার নিমিত্ত অধিদপ্তরকে অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	উপপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
৫.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মহড়া ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	সিনিয়র স্টেশন অফিসার/স্টেশন অফিসার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন চট্টগ্রাম বিভাগ (সকল)

সমাপনী বক্তৃতায় জনাব দিনমনি শর্মা, উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও সভাপতি বলেন, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রতিনিধিগণ আমাদের সেবা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। গ্রহণযোগ্য মতামতসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কাজ করছে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত সকল অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সহযোগিতা ও দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান। তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধসহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

দিনমনি শর্মা, বিএফএম
উপপরিচালক

স্মারক নং-৫৮.০৩.২০০০.০০১.০১.০৪৫.২০২৩-৬৬৮০/৫০ তারিখ: ২১/১২/২৩

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২. .....(অংশীজন)।
৩. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান।
৪. উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম (জোন-১/২/৩)/কক্সবাজার/কুমিল্লা/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/চাঁদপুর /নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষ্মীপুর/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
৫. ফোরম্যান, বিভাগীয় কারিগরি কারখানা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম।
৬. সিনিয়র স্টেশন অফিসার/স্টেশন অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন, ... (চট্টগ্রাম বিভাগ, সকল)।
৭. ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ... চট্টগ্রাম বিভাগ (সকল)
৮. মবিলাইজিং অফিসার, চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, চট্টগ্রাম (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

২১/১২/২৩

দিনমনি শর্মা, বিএফএম
উপপরিচালক
ফোন: ০২-৩৩৪৪২৯২৪৫
ই-মেইল: ddctg@fireservice.gov.bd